ফাল্গুন

১৩৪০

উদয়ন

প্রথম বর্ষ

একাদশ সংখ্যা

আদ্য বাংগালী জাতি — মারাং-বুরু মানব

শ্রীহরিদাস পালিত

ভারতে 'মারাং-বুরু' মানবের আবির্ভাব কাল পরিমাণ কত, ইহার নির্ণয়-চেষ্টা ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে যে নাই তাহা নহে কিন্তু সেকালের কথা প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা বলিবার উপায় নাই এবং বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন না। স্বীকৃত হউক বা না হউক কিন্তু একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। এই রকমের আনুমানিক হিসাব নৃতত্ত্ববিদেরাও অন্য উপায়ে করিয়া থাকেন।

ভারতে চারি যুগের নামে,—সৃষ্টির একটা কাল পরিমাণ করিবার পদ্ধতি চলিত আছে। সত্যাদিযুগ পরিমাণের হিসাবও পঞ্জিকায় আছে, তবে সম্ভবতঃ এই কালসংখ্যা নির্ণয় খুব সুপ্রাচীন নয়। ইহাও আনুমানিক হিসাব।

চালদিয়ার পঞ্জিকাতেও এই রকমের হিসাব রাখা হইত। চালদিয়ার মহাজলপ্লাবন কালটি কম করিয়া ধরিলেও খ্রীষ্টজন্মের বত্রিশ হাজার বৎসরের পূর্ব্বের ঘটনা। তখন চালদিয়া, বাবিলোনিয়া ইত্যাদি জনপদবাসীরা বিশেষ সভ্যতার কোঠায় উঠিয়াছিল।

এ সকল পৌরাণিক হিসাব, ঐতিহাসিক বা নৃতত্ত্ববিদ্গণ আদৌ বিশ্বাস করিতে চান না। তাঁহারা নানা উপায়ে ধরিত্রীর বয়স-সম্বন্ধীয় ঠিকুজি-কোষ্ঠী রচনা করিয়াছেন। তথাচ ইহাতে সকল পণ্ডিতের সম্মতি পাওয়া যায় নাই।

জে, কলিন ব্রাউন্ নামক জনৈক নৃতত্ত্ববিশারদ্ পণ্ডিত বিবিধ হেতু মূলে একটা আনুমানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া বলিয়াছেন,—'য়ুরোপের প্রস্তর কাল' খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চদশ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের। তিনিই অনুমান করিয়াছেন—ভারতের প্রস্তর (পাষাণ-অস্ত্র-কাল) যুগটি তথাকথিত কালের।

সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, বহু বাদ-প্রতিবাদ সত্ত্বেও ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, আদি মানব যখন পাষাণ অস্ত্রাদির ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছিল, সে কালটি খুব প্রাচীন, খুব কম হইলেও ধরিয়া লওয়া গেল, বর্ত্তমান কাল হইতে পনের লক্ষ এক হাজার নয় শত তেত্রিশ (১৫,০১,৯৩৩) বৎসরের প্রাচীন।

তথাকথিত কালে ভারতের লোকেরা পাষাণ অস্ত্র-শস্ত্রাদির ব্যবহার করিত। পণ্ডিতেরা পাষাণ কালকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন। প্রাচীন পাষাণ-অস্ত্রের কাল এবং নবীন পাষাণ-অস্ত্রের কাল। দ্বিতীয়

কালের পাষাণ-অস্ত্রগুলি অনেকটা সুমার্জ্জিত সুতরাং সুন্দর। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কালে তদ্রূপ ছিল না।

ভারতের পাষাণ কাল, ১৫,০১,৯৩৩ বৎসর গত হইল বিদ্যমান ছিল। সেকালের পাষাণ-অস্ত্রাদি ভারতের নানা স্থানে, বিভিন্ন সময়ে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেইগুলির তথ্যসহ চিত্রও প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত হিমালয়ের পাদ-মূলে, তথাকথিত নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় নাই। ভারতের স্থানবিশেষের আবিষ্কৃত কতিপয় তথ্য নিম্নে সংক্ষেপে লিখিত হইল।

পশ্চিম রাঢ় এবং উহার পারিপার্শ্বিক

স্থান বিশেষে, কয়েক স্থানে কয়েক প্রকার পাষাণ-অস্ত্রাদির প্রাপ্তির তালিকা—

১। পরেশনাথ পাহাড়ের পাদমূলে ছেদন অস্ত্র।

২। রাণীগঞ্জের বোখারোর কয়লার খাদে কুঠার।

৩। ছোটনাগপুরের বুড়াডিহ গ্রামে কুঠার ফলক।

৪। সুবর্ণরেখার বালির চড়ায় একাধিক কুঠার-ফলক। (সিংভূম)

৫। চক্রধরপুরের আট ক্রোশ দূরে—ছুরিকাস্ত্র। (সিংভূম)

৬। সিংভূম চাঞবাসায় কয়েকটি পাষাণ অস্ত্র।

৭। রাঁচি (বর্ত্তমান বিহার ও উড়িষ্যা বিভাগ) পারিপার্শ্বিক ভূ-ভাগে, বহুতর পাষাণ-অস্ত্র এবং গৃহ-কর্ম্মের উপযোগী যন্ত্রপাতি।

এই ক্ষুদ্র তালিকা অবলম্বনে বলা যাইতে পারে, ঐ সকল ভূ-ভাগ সুপ্রাচীন কালে রাঢ় (রাঢ়?) ভূমির অন্তর্গত ছিল। পরেশনাথ (পরবর্ত্তীনাম) পাহাড়শ্রেণী, হাজারিবাগ পার্ব্বতীয় প্রদেশ, মন্দরশৈল, মধুপুর, গিরিডি, আসানসোল, রাণীগঞ্জ, রাঁচি, পুরুলিয়া, পঞ্চকোট, সিনি, চাঞবাসা প্রভৃতি ভূ-ভাগসকল, প্রাচীন হড় জাতি (সমেতাল) গণের আদি লীলাক্ষেত্র ছিল।

'মারাং-বুরু' মানব ভারতের আদিম অধিবাসী, বৈদেশিক পণ্ডিতেরা ইহাদিগকে কোলারীয়ন, দ্রাভিডিয়ান নাম দিয়া আগন্তুক জাতি মধ্যে গণনা করিয়া থাকেন। তাহারা যাহারাই হউক না কেন, বিবিধ ব্যাপারে তাহারা কাঠ এবং পাথরের নির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিত।

নর্ম্মদা নদীর নিকটবর্ত্তী 'ভূত্র' নামক স্থানে—পুরাকালের সঞ্চিত কাঁকর ও বালির মধ্যে হেকেট্ নামক জনৈক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ অতিকায় প্রাণীর কঙ্কালসহ কতকগুলি পাষাণ-অস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই সকল বিবরণ "দি ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার"-এর ৯০—৯১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। এই উক্তি ও আবিক্রিয়া দ্বারা বুঝা যায়, বিন্ধ্য পর্ব্বতমালার দক্ষিণ-ভাগে তথাকথিত মানবেরা একদা বাস করিত।

ওয়াইনী ও ক্রস্ ফুট নামক বৈদেশিক পণ্ডিতদ্বয়, গোদাবরী এবং কিষ্কিন্ধ্যার পারিপার্শ্বিক স্থানে, বিস্তর প্রাচীন 'পাষাণ কালে'র নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কার্লাইল নামক জনৈক ইংরেজ কর্ম্মচারী বিন্ধ্যগিরির কোন সঙ্কট পথে এবং বাঘেলখণ্ড, রেবা ও মির্জ্জাপুর জেলার স্থানবিশেষে ক্ষুদ্রাকার পাষাণ-অস্ত্র-শস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন (দি ইং এম্ঃ ৯০—৯১ পৃঃ)। তথাকথিত ক্ষুদ্রাকার দ্রব্যগুলিকে পিগ্‌মি ফ্লিন্টস্ (বামন-শিলা) নাম দেওয়া হইয়াছে। সম্ভবতঃ সেগুলি শিশুর ক্রীড়নক দ্রব্য। কার্লাইল পর্ব্বত-গুহার তলদেশে ভস্ম ও অঙ্গার দেখিয়াছিলেন এবং তথাকথিত গুহার ভিত্তিগাত্রে গিরিমাটির দ্বারা নানা রকমে চিত্র লেখা ছিল। অধিকন্তু কোন কোন গুহায় কার্লাইল মৃতের সমাধি মধ্যে নরকঙ্কাল, মাটির পাত্রাদি এবং পাষাণ-অস্ত্র-শস্ত্রাদিও আবিষ্কার করেন (ঐ)। অঙ্গার দ্বারা অগ্নিদগ্ধ মৃৎপাত্র ব্যবহারের পরিচয় পাই।

দেখা যাইতেছে, দক্ষিণ ভারতে 'নব-পাষাণ' কালের 'মারাং-বুরু' মানবের বিশাল উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। ক্রস ফুটের অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে বসতি (পল্লী বিশেষ) এবং শিল্প-শালার নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

কর্মশালায় বিস্তর পাষাণ-অস্ত্রাদি, মৃৎ-পাত্র পাওয়া গিয়াছিল। তথাকথিত মাটির পাত্রাদি চক্রসাধিত।

অতএব 'নব-পাষাণ' কালের 'মারাং-বুরু' মানবেরা, গুহায় এবং পল্লীতে বাস করিত। ভিত্তিগাত্রে গিরি-মাটি দিয়া ছবি আঁকিত। মৃতদেহের সমাধি দিত। অগ্নির ব্যবহার জানিত, চক্রসাধনে মাটির পাত্র প্রস্তুত করিত।

হাজারিবাগ এবং রাঁচির মধ্যে দামোদর নদ প্রবাহিত। এই নদের উৎপত্তি-ক্ষেত্র হাজারিবাগ পাহাড়শ্রেণী। যে শৈলমালা হইতে দামোদর জন্মলাভ করিয়াছে, তথায় আদি বাংগালী হড়জাতির আদি প্রত্নোক। তথাকথিত পাহাড়িয়া বনভূমিতে হড়জাতি প্রথম আবির্ভূত হইয়াছে বলিয়া তাহাদের শ্রুতি আছে। হাজারিবাগ পাহাড়শ্রেণীকেই ইহারা 'মারাং-বুরু' বলিয়া থাকে। তাহাদের আদি জন্মস্থানের আদি-বক্তার নদ—'দাঃ মুদাঃ'। সংস্কৃতে উহাকেই 'দামোদর' নাম দেওয়া হইয়াছে। এই নদকে হড় জাতিরা পরম পবিত্র জ্ঞানে সম্মান ও ভক্তি করিয়া থাকে।

রাঁচি ও তাহার পারিপার্শ্বিক ভূ-ভাগ

হড় জাতির আদি লীলার স্থান। রাঁচি ও তাহার পারিপার্শ্বিক স্থানে যে সকল পাষাণ নির্মিত দ্রব্যাদির আবিষ্কার হইয়াছে, উহার সংখ্যা ও গৃহস্থালীর উপযোগী পেষণ-যন্ত্রাদিও দেখিলে বলিতে বাধ্য হইতে হয় যে, তথায় পাষাণ কালের চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। তথাকথিত পাষাণ দ্রব্যাদির যাহারা ব্যবহার করিত, তাহারা সভ্যতার সোপানে উন্নীত হইয়াছিল এবং সেই জাতির কেন্দ্রস্থান তথায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তথায় নব-পাষাণ কালের চিহ্ন সুস্পষ্ট। তাহারা যে জাতিই হউক না কেন, তাহাদিগকে 'মারাং-বুরু' মানব নামে অভিহিত করা গেল। কেন না হড় জাতি তথাকথিত পাহাড় শ্রেণীকে 'মারাং-বুরু' (শ্রেষ্ঠ-পাহাড়) বলিয়া থাকে।

'মারাং-বুরু' মানব

গণের প্রধান কেন্দ্র রাঁচি ও তাহার পারিপার্শ্বিক ভূ-ভাগে একদা বিদ্যমান ছিল। উড়িষ্যার (বর্তমান) ঢেকানল, আংগুল, তালচের, সম্বলপুর প্রভৃতি স্থানে একাধিক পাষাণ-অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। মাদ্রাজ প্রদেশের স্থানবিশেষে পাষাণ দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ভিনসেন্ট বল গবেষণাদ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—রাণীগঞ্জাদির পাষাণ-অস্ত্রাদি এবং উড়িষ্যার অস্ত্রাদি একই প্রকার এবং উভয় অঞ্চলের পাষাণ-অস্ত্রাদির পাথর একই প্রকারের। অধিকন্তু মাদ্রাজের প্রস্তর অস্ত্রাদির পাথর ও আকৃতি-গঠন বাংলাদেশেরই মত। তিনি এই তথ্য অবলম্বনে স্থির করিয়াছেন যে, দক্ষিণ দেশবাসী এবং উত্তর দেশবাসী পাষাণ কালের মানবগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। আমরাও সাদৃশ-উপাদান দৃষ্টে উভয় দেশবাসীর মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, ইহা বুঝিতে পারিয়াছি।

মিঃ বল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পাষাণ-মানব দক্ষিণ ভারত হইতে উত্তরে আসিয়াছিল। কেবল আমরা এই অনুমানটি গ্রহণ করিতে পারি নাই। নানা উপায়ে অবগত হওয়া যায় যে, হড়জাতির (কোল প্রভৃতি) আদি প্রত্নোক দামোদর নদের উৎপত্তি স্থল হাজারিবাগ গিরিমালা (মারাং-বুরু), তথা হইতে রাঁচি, মানভূম, সিংভূম অতিক্রম করিয়া কালে বর্তমান উড়িষ্যা দেশে এবং কোন কোন দল বিন্ধ্য পর্বতমালার সঙ্কটপথ অতিক্রম করিয়া এবং চিহ্ন রাখিয়া ক্রমশঃ দক্ষিণ ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। দক্ষিণ দেশ হইতে 'পাষাণ-মানব' উত্তর ভারতে আসে নাই। কোল এবং সমেতাল (হড়) একই মূল জাতির বিভিন্ন শাখা মাত্র। দক্ষিণ ভারতে হড়-কোল প্রাধান্য সর্ব-প্রথমে ছিল না। হড়-কোল অ-ভারতীয় জাতিও নহে। 'প্রস্তর কাল' যদি দশের লক্ষ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দের হয়, তাহা হইলে তাহারাই 'মারাং-বুরু' মানব। নৃতত্ত্ববিদ্যা-বিদ্গণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, হিমালয়ের দক্ষিণে

আদিকালে মানবের আবির্ভাব হইয়াছিল। আমরা দেখিতেছি, রাঁচিকে কেন্দ্র করিয়া পাষাণ-মানবদের একটা সুবৃহৎ আড্ডা গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেটি সুপ্রাচীন রাঢ়দেশকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। দক্ষিণ ভারতে রাঁচির* মত পাষাণ-মানবগণের প্রাথমিক কেন্দ্র কুত্রাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। শস্য পেষণের মুষল রাঁচিতে পাওয়া গিয়াছে। ইহা উন্নতির পরিচায়ক।

অ-ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ, পবিত্র বাইবেলের সম্মান রক্ষার্থে বোধ হয় ভারতে কোন মানব জাতির আদি দম্পতির প্রকটের উল্লেখ করেন নাই। ধর্ম্ম-শাস্ত্রের এতাদৃশ পৌরাণিক মতবাদ বর্ত্তমান ইতিহাসে শোভা পায় না। সাম্প্রদায়িক তথাকথিত মতবাদ এখন অচল হইয়া পড়িয়াছে। বৈদেশিক তথাকথিত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়। কোলপ্রমুখ জাতি এবং দ্রাবিড় জাতি যে অ-ভারতীয়, এ উক্তি বিশ্বাসযোগ্যও নয়। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের প্রচেষ্টায় সত্য ক্রমশঃ ব্যক্ত হইতেছে। হিমালয়ের দক্ষিণে খ্রীষ্টপূর্ব্ব পনের লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে যদি পাষাণ কালের মানব বিদ্যমান থাকার প্রমাণ হয়, তাহা হইলে তথাকথিত কালের পূর্ব্বে ভারতে আদি মানববিশেষের প্রকট হওয়া অসম্ভব কিছুই নয়। ভূ-তত্ত্ববিদ্‌গণের মতে জলময় ভারতে, প্রথমে পরেশনাথ গিরিশ্রেণী এবং দক্ষিণ ভারতে নীলগিরিশ্রেণী মস্তক উত্তোলন করিয়াছিল। হড়-শ্রুতির মত শ্রুতি দক্ষিণ ভারতের কোন জাতির মধ্যে প্রচলিত নাই। নীলগিরি অঞ্চলে যে সকল প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, যথা এড়ুক প্রভৃতি, সেগুলি কিঞ্চিৎ সভ্যতার নিদর্শন বহন করিতেছে।

দ্রাবিড় জাতিরা দক্ষিণ ভারতের আদি অভিনেতা। তাহারা প্রাথমিক হড়জাতির কিছু উন্নত অবস্থার লোক। বৈদিক, পৌরাণিক সাহিত্য প্রভৃতিতে — হিমালয় (উত্তরমেরু বা মেরু) প্রদেশই — আদি নর-মিথুনের প্রকটস্থল। কিন্তু ভূ-তত্ত্ববিদ্‌গণের মতে, উহা পরেশনাথ পাহাড়শ্রেণীর পরবর্ত্তী কালের। 'মারাং-বুরু'-সর্ব্বাদি শৈলমালা উত্তর ভারতের।

পুরুলিয়ার পশ্চিমে, বাঁকুড়া হইতে একশত মাইল দূরে, একটা প্রকাণ্ড গভীর খাত ছিল। ঐ প্রকারের গভীর গর্ত্ত (হ্রদ) এক সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানে ছিল। সেই জলময় ভূ-ভাগে বহু শৈল-শিখর দেখা যাইত। বর্ত্তমান চিল্কাহ্রদের মধ্যে যদ্রূপ ছোট-খাট পাহাড় দেখা যায় যাহা ক্রমশঃ পলি পড়িয়া ধরাপৃষ্ঠ হইতে উন্নত হইয়াছে, তদ্রূপ প্রথায় উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের শৈল পারিপার্শ্বিক ভূমিগঠিত এবং উন্নত হইয়াছে। শৈলমালার পারিপার্শ্বিক স্থান সর্ব্ব-প্রথমে প্রকট হইয়াছিল এবং অপরাংশ জলময় ছিল। 'মারাং-বুরু' শৈলমালা হইতে তথাকথিত 'মারাং-বুরু' মানবের শৈলমালা বা উহার সংলগ্ন উন্নত স্থলভাগ অবলম্বনে পশ্চিমে এবং দক্ষিণে গমন ব্যতীত অন্য উপায় ছিল না। অতএব হাজারিবাগ হইতে শৈলময় ভূ-ভাগ অবলম্বনে ময়ূরভঞ্জ হইয়া উড়িষ্যায় যাওয়াই সম্ভব, ক্রমে পূর্ব্বঘাট শৈলমালা অবলম্বনে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি যাওয়া বিচিত্র নয়। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা সম্ভব নয়।

তাম্র-অস্ত্রগুলি

পাষাণ-অস্ত্রের দ্বিতীয় অবস্থাতেই নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে, তখনও ভারতের নানাস্থানে পাষাণ-অস্ত্রের ব্যবহার চলিত ছিল। নব্য পাষাণ কালেই তাম্র-অস্ত্রের প্রবর্ত্তনকাল ধরা চলে।* ঋগ্বেদে তাম্র শব্দের প্রয়োগ নাই। (হিস্‌টরি অব্ দি ভেদিক লিটারেচার—৫৫ পত্র)।

হাজারিবাগের পচম্বা নামক স্থানে তামার অস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। মেদিনীপুর ঝাটিবনির তামা-জুড়ি

* নব-পাষাণ কালের শেষ অবস্থায়, 'ব্রোঞ্জ' নামক মিশ্র ধাতব দ্রব্যের ব্যবহার প্রচলিত হয়। পণ্ডিতেরা বলেন, ভারতে ইহার বিকাশ হয় নাই। দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি পর্ব্বতশ্রেণীর কোন কোন প্রদেশের প্রাচীন সমাধি (এড়ুক) মধ্যে উক্ত ধাতব দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়াছে।

গ্রামে তামার অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ডাক্তার নইসি বারগুণ্ডা তাম্রখনির নিকট কিছু তামার অলঙ্কার এবং একখানি তামার বৃহৎ কুঠার প্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন। সিংভূম জেলায় পাহাড় অঞ্চলে একাধিক প্রাচীন তামার খাতের গর্ত্ত বিদ্যমান আছে।

'দি ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার' ৯৭ পত্রে দেখা যায়—১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে মধ্য ভারতের বালাঘাট জেলার গাংগেরিয়া গ্রামের নিকটবর্ত্তী একটা গর্ত্ত-মধ্যে কতিপয় তামার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বিশেষজ্ঞগণ স্বীকার করিয়াছেন—সেগুলি খুবই প্রাচীন। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ বলিয়াছেন, তথাকথিত তাম্রদ্রব্যাদি খ্রীষ্টপূর্ব্ব দুই হাজার হইতে দেড় হাজার বৎসরের। এ ছাড়া কানপুর, ফতেগড়, মৈনপুরী এবং মথুরা ইত্যাদি জেলার স্থান বিশেষে তামার অস্ত্র-শস্ত্র অনেকগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তামার খনির অভাব ভারতে নাই। হিমালয়ের দার্জ্জিলিং হইতে কমায়ুন পর্য্যন্ত তামার আকর আছে। কিন্তু এতদঞ্চলের তামার পাথর হইতে তথাকথিত কালে তামা প্রস্তুত করিবার কোন নিদর্শন এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

ছোটনাগপুরের অন্তর্গত সিংভূমে (মঃ ভারতে) এবং দক্ষিণ ভারতের নেলোর জেলায় তামা যথেষ্ট বিদ্যমান রহিয়াছে। সিংভূমের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া প্রাচীন কূপ-খাত দেখিয়াছি। তথায় তামা প্রস্তুতের নিদর্শন-স্বরূপ অঙ্গাররাশি ও আবর্জ্জনা দেখা গিয়াছে। সে সকল যে কত পুরাতন বলিতে পারা যায় না। বি, এন, আর কোম্পানী যখন রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, শুনা গিয়াছে তখন তামার তাল কোন কোন প্রাচীন কর্ম্মশালার নিকট পাওয়া গিয়াছিল।

তথাকথিত কালে উত্তর ভারতে সিংভূমের তামাই ব্যবহার হইত। যাহারা তাম্রশিল্পী তাহাদিগকে 'সারাক' বলা হইত। এই জাতি এখন বিদ্যমান রহিয়াছে। এখন তাহাদের মধ্যে অনেকেই তাঁতের কর্ম্ম করে। সিংভূম 'মারাং-বুরু' মানবের সুপ্রাচীন কেন্দ্র। যে সকল স্থানে তামার দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সম্ভবতঃ সে সকলই সিংভূম অঞ্চল হইতে গিয়া থাকিবে। সিংভূমবাসীরা তথাকথিত কালে যে ঐ সকল জনপদে গিয়াছিল ইহা অনুমিত হয়। দক্ষিণ ভারতের নেলোর জেলায়, প্রাচীন কালে তামা প্রস্তুত হইত কি না, নিঃসন্দেহে বলা যায় না। হাজারিবাগ হইতেই তামা দক্ষিণ ভারতে গিয়া থাকিবে।

তামার পাথর হইতে যে উপায়ে তামা বাহির করা হইত, হয়ত ঐ প্রণালীতে দৈবাৎ তৎসদৃশ লোহার পাথর দগ্ধ করিয়া লৌহ প্রথমে আবিষ্কৃত হইয়া থাকিবে। হাজারিবাগ অঞ্চলে লৌহপ্রস্তরের অভাব নাই। মনে হয় হাজারিবাগেই প্রথমে লৌহ আবিষ্কৃত হইয়া থাকিবে। বহু 'মারাং-বুরু' মানববংশীয় হড় প্রভৃতি জাতি লৌহ প্রস্তুত করিত। তাহাদিগকে 'লোহাড়' বলে। হাজারিবাগ পাষাণ, তাম্র এবং লৌহ-কালের পরিচয় প্রদান করে।

লৌহের ব্যবহার

সম্বন্ধে প্রত্নতাত্ত্বিকগণের অভিমত যে, খ্রীষ্টপূর্ব্ব নবম শতকে মিশরে লৌহ প্রচলিত হয় নাই। কিন্তু চালদীয় বাবিলনীয় রাজ্যে মিশরের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে লৌহের প্রচলন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ তথাকথিত দেশের প্রাচীন বৈদেশিক জাতিরাই লৌহের ব্যবহার প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকিবে। তথাকথিত দেশের সুমারীয়-আকাদ দেশবাসীরা, আদৌ ভারতীয় (হল্, এন্‌সিয়েন্ট হিস্‌টরি)। ঋগ্বেদে ১।১১৬৩।৯ — ৭৪ টীকায় ভারতকে সর্ব্বাদি সভ্য দেশ বলিয়া উক্তি আছে।* (দি ভেদিক লিটারেচার—৭৭ পৃষ্ঠা)। বৈদেশিক বর্ষে, হাচিন্‌স, জলী প্রভৃতি

* য়ুরোপের হ্রদবাসী অনমালো বা জংগো জাতি নব-পাষাণ কালে এশিয়া খণ্ডেরই আদিম অধিবাসী। ডাক্তার মনরো বলিয়াছেন,—তাহারা সম্ভবতঃ এশিয়ার আদিম বাসী, তাহারা কৃষ্ণসাগর এবং ভূমধ্যসাগর উপকূল হইয়া য়ুরোপে প্রবেশ করে। তাহাদের কেন্দ্র সুইজারলণ্ডেই স্থাপিত হয়। হচিন্‌সন কৃত 'প্রি হিস্টরিক ম্যান এণ্ড বিশ্‌টস্'—১৮৭ পৃঃ। এবং 'ম্যান বিফোর বিশ্‌টস্'—১১৯-১২৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য। এ জাতি অতি প্রাচীন মারাং-বুরু মানবের সঙ্কর বংশ বলিয়া ধারণা করিবার হেতু আছে।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মতে পাষাণাদি কাল চতুষ্টয় অন্যূন চার হাজার বৎসর ব্যাপিয়া স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল। ভারতে তদ্রূপ হইয়াছিল কি না বলা যায় না, বোধ হয় 'প্রস্তর কালে'র পর অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতিতে ভারতে তথাকথিত কালের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিবে।

ভগবান বাল্মীকি সুগ্রীবের মুখে বলাইয়াছেন—

এতাবদ্বানরৈঃ শক্যং গন্তুং বানরপুঙ্গবাঃ।
অভাস্করমমর্য্যাদং ন জানীমস্ততঃ পরম্॥ ইত্যাদি
(রাঃ কিষ্কিং, ৪০ সর্গ ৬৮)।

সত্য হউক, কল্পনা হউক, পাইতেছি যে, ভারতের আদিম জাতিরা এশিয়ার বহু প্রদেশের খবরাখবর জানিত। সম্ভবতঃ তথাকথিত জাতিরা ভারতের বহির্ভাগে যাতায়াত করিত।

অতনুর জন্ম

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

কাঁপিছে শীতের সন্ধ্যা প্রসবের বেদনায় ভরা,
ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস আসন্ন মূর্চ্ছার ছায়া আনে,
কে আসিছে জানা নাই—ব্যথা শুধু বজ্রবাণ হানে,
বুনিছে স্বপ্নের জাল তারি তরে মুগ্ধা বসুন্ধরা।
বুনিছে স্বপ্নের জাল তন্দ্রাতুরা পাংশু পাণ্ডু ধরা,
অন্তরে করিছে মূর্ত্ত সুন্দরে সে ছন্দে আর গানে,
তাই তো নামিয়া আসে অকস্মাৎ ধরণীর পানে,
বসন্তের কান্ত-তনু—যৌবনের আনন্দ পশরা।

হে প্রিয়ে, তোমারো বুকে ঘনায়েছে কালো অভিমান,
থর থর কাঁপে বুক, অশ্রু-চিহ্নে মূর্চ্ছার আভাস,
নীরবে নামিয়া আসে অকরুণ কঠিন নিঃশ্বাস,
আমি জানি—তারি মাঝে নব ভ্রূণ লভিতেছে প্রাণ।
অপূর্ব্ব অতনু শিশু—মর্ম্মের জমাট অভিলাষ—
হাতে যার পুষ্পধনু, চোখে যার অব্যর্থ সন্ধান।

ইংরাজী শিক্ষা ও তাহার প্রথম যুগ

শ্রীঅনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়

ইংরাজী ভাষা এখন আমাদের রাজভাষা। আমাদের ব্যবসা, চাকুরী প্রভৃতি যাবতীয় দৈনন্দিন কার্য্য বর্ত্তমানে ইংরাজী হাব-ভাব এবং ইংরাজী ভাষার সাহায্য ব্যতিরেকে চলে না। আপন বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-পরিজন — এমন কি পিতামাতার সহিত আলাপ-আলোচনা, ঘরকন্নার কথা কহিতে গেলেও, সেই কথোপকথনের মধ্যে দুই-চারিটী ইংরাজী শব্দ না থাকিলে আমরা যেন আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্ট ভাবে বুঝাইয়া উঠিতে পারি না। বিজিত-জাতির ভাষার মধ্যে বিজেতৃ-জাতির ভাষা অল্প-বিস্তর সর্ব্বদেশেই সংমিশ্রিত হইয়া থাকে; কিন্তু বঙ্গভাষার মধ্যে বিভিন্ন বৈদেশিক শব্দ যেরূপ অধিক পরিমাণে প্রবেশলাভ করিয়াছে, সেরূপ আর কোন ভাষায় পাওয়া যায় না। বঙ্গভাষার উৎপত্তির প্রকৃত ইতিহাস এবং তাহার তৎকালীন বিকাশ এখনও সঠিকরূপে নির্ণীত হয় নাই। বর্ত্তমানে যে সময় হইতে আমরা বঙ্গভাষাকে খুঁজিয়া পাইতেছি, তাহার সমকাল অথবা তাহার কিছু পরবর্ত্তী সময় হইতে বঙ্গদেশে বিদেশীয়দিগের আগমন আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারি। আমাদের মনে হয়, এই কারণেই বঙ্গভাষা কখন সুষ্ঠুভাবে গড়িয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই। মুসলমান রাজসভায় বাঙ্গালার কবি-সমাদরের কথা ইতিহাসে কিঞ্চিৎ-পরিমাণে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা বাঙ্গালা ভাষা কখনও পুষ্ট হয় নাই। মুসলমান-শাসক একদিন বাঙ্গালার পৌরাণিক কাহিনী রচনা করাইয়া রচয়িতাকে পুরস্কৃত করিয়াছেন, আবার একদিন বাঙ্গালার কবিকে হস্তিপৃষ্ঠে বাঁধিয়া বেত্রাঘাতে তাঁহাকে যমপুরে পাঠাইতেও ছাড়েন নাই *। পাঠানদিগের সময় হইতে ক্রমান্বয়ে দেশে এক-একটা জাতির আগমনে এক-একটা রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হইতে লাগিল, এবং যখন যে জাতির প্রাধান্য বর্দ্ধিত হইল, তখন সেই জাতির শাসন, বাক্য-বিনিময় এবং তৎকালীন সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাহাদের দুই-চারিটী শব্দ বঙ্গভাষার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। এইরূপে আরবী, ফার্‌সী, আর্ম্মাণী, পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, দিনেমার প্রভৃতি অনেক ভাষার অনেক শব্দই বঙ্গভাষার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বঙ্গভাষার মধ্যে ইংরাজী শব্দ যে পরিমাণে প্রবেশলাভ করিয়াছে, সেরূপ অধিক পরিমাণে আর কোন ভাষা আমাদের ভাষার মধ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় নাই।

ইংরাজী শিক্ষাদ্বারা আমরা লাভবান্ অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি, তাহা আলোচনা করিতে চাহি না; কিন্তু ন্যায় ও সত্যের অনুরোধে আমরা ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, আমরা ইংরাজী শিখিয়া একদিকে আমাদের প্রাচ্য স্বাতন্ত্র্যকে যেমন নষ্ট করিয়াছি, অন্যদিকে সেইরূপ আমরা যথেষ্ট উন্নতিলাভও করিয়াছি। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার গর্ব্বে আমরা একদিন সুরাপান ও উদ্যান-বাটিকায় আমোদ-প্রমোদকেই ইংরাজী শিক্ষার চরম সার্থকতা মনে করিতাম; কিন্তু আজ সে ভুল আমরা অনেকটা বুঝিয়াছি। ইংরাজী শিখিয়া একদিন আমরা 'Captive Lady', 'Rajmohan's Wife' প্রভৃতি লিখিতে শিখিয়াছিলাম, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে আমাদের সে ভ্রম কাটিয়া যায়,—আমরা 'মেঘনাদ বধ', 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রভৃতি লিখিয়া বঙ্গভাষাকে গৌরবান্বিত করি। বঙ্গভাষার এই গৌরব-প্রাপ্তির নিমিত্ত আমরা যে ইংরাজী ভাষা-শিক্ষার নিকট ঋণী তাহা অস্বীকার করা যায় না। আজকাল আমাদের মুখে একটা

* চণ্ডীদাসের মৃত্যু সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন, চণ্ডীদাস যখন সংকীর্ত্তনে রত ছিলেন, সেই সময় তাঁহাকে তাঁহার গৃহসমেত তোপের মুখে উড়াইয়া দেওয়া হয়।

কথা লাগিয়া আছে যে, আমাদের স্বকীয় কাব্য, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি সকলই ছিল,—বিদেশীয়দিগের আগমনের বহুপূর্ব্ব হইতে আমাদের দেশে সে সকলের যথেষ্ট আলোচনা হইত এবং তাহার প্রমাণও পাওয়া যায়। আজকাল ইংরাজী-শিক্ষার মধ্য দিয়া যাহা কিছু পাইতেছি, তদ্‌সমুদয়ই আমাদের পুরাতন জিনিষ বলিয়া আমরা গর্ব্ব অনুভব করিতেছি। ইহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহা যে আমাদের হাতছাড়া হইয়াছে—এ কথাটাও মিথ্যা নয়। এই হাতছাড়া হইবার দুইটী কারণ আমরা দেখিতে পাই;—এক বিদেশীয় আক্রমণ ও দ্বিতীয় আমাদের অবিমৃষ্যকারিতা। আমার বোধ হয়, শেষোক্ত কারণই অধিক পরিমাণে আমাদের পুরাতনীকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। ভারতের বাহিরে অন্যান্য দেশেও যুগে যুগে বহু রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ভারতের মত এমন করিয়া তাহারা তাহাদের পূর্ব্বতন গৌরবাদি নিঃশেষে কালসাগরে নিক্ষিপ্ত হইতে দেয় নাই। দুঃখ, দারিদ্র্য, অরাজকতা, রাজ্যপরিবর্ত্তনের পর আবার তাহারা যখন তাহাদের সুদিন ফিরিয়া পাইয়াছে, তখনই তাহারা তাহাদের হারানোকে আবার খুঁজিয়া আনিয়া তাহার গৌরব আরও বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছে; কিন্তু ভগবৎ-কৃপায় আমাদের যদি কখন আবার সুদিন ফিরিয়া আসে, তখন কি আমরা আমাদের হৃত রত্ন উদ্ধারের জন্য তাহার প্রকৃত উপাদানের একটু অংশও খুঁজিয়া পাইব? বর্ত্তমানে ইংরাজী শিক্ষার সাহায্যে তাহার মধ্য দিয়া আমরা যদি আমাদের পুরাতন কঙ্কালেরও সাক্ষাৎ পাই, তাহা কি আমাদের পক্ষে মঙ্গলকর নয়? বিদেশীয় ভাষায় বিদেশী লিখিত আমাদের ইতিহাসকে আজ আমরা ভ্রমাত্মক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি, কিন্তু আমরা যে আমাদের পিতামহের ঊর্দ্ধতন আর এক পুরুষের নাম বলিতে পারি না, সেটা কি একটা জাতিগত কলঙ্কের কথা নয় *? একদিন যাহা হারাইয়া আমরা অপরাধ করিয়াছি, বিদেশীয় ভাষার সাহায্যে তদ্‌সমুদয়ের কথঞ্চিৎ পুনরুদ্ধার দ্বারা আজ তাহারই প্রায়শ্চিত্ত করা হইতেছে বলিয়া আমাদিগকে মানিয়া লইতে হইবে।

ইংরাজী শিক্ষা বঙ্গবাসীর মধ্যে কেমন করিয়া প্রচলিত হইল, তাহার ইতিহাস আমরা অনেকেই জানি না। ইংরাজ জাতি এদেশে আসিয়াছিলেন বণিকের বেশে—বাণিজ্য করিতে। তখন এদেশবাসীকে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া অথবা এদেশে ইংরাজী সাহিত্য প্রচার করিবার কোনই সার্থকতা তাঁহাদের ছিল না। বরং এদেশের দুই-চারিটী কথাবার্ত্তা তখন হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইতে পারিলে ব্যবসায়ের পক্ষে তাঁহাদের সুবিধাজনক হইত। এই সকল বিদেশীয় বণিক্‌দিগের সংস্পর্শে আসিয়া যে দুই-চারিজন এদেশীয় ব্যক্তি ক্ষুদ্র স্বার্থের বিনিময়ে বিদেশাগত বণিক্‌দিগকে বঙ্গমাতার অনন্ত ভাণ্ডারের সন্ধান দিবার জন্য নিযুক্ত হইত, তাহারাও পরস্পর সংমিশ্রণের ফলে দুই-চারিটী ইংরাজী শব্দ শিখিয়া ফেলিত। সেই সম্পদের বলে তাহারা ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা যাহা পারিত বণিক্‌দিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিত; অবশিষ্টাংশ হস্তপদ নাড়িয়াই সারিয়া লইত। এইভাবে কিছুদিন কাটিবার পর ইংরাজেরা যে পরিমাণে এদেশীয় ভাষা আয়ত্ত করিলেন, তাহার শতাংশের একাংশও এদেশীয়গণ ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে পারিল না। এদেশের শ্রীমদ্ভাগবত, এদেশের

* কুলাচার্য্যগণ আমাদের বংশতালিকা সযত্নে রক্ষা করেন বলিয়া জানা যায়। সেই সকল বংশতালিকার যথার্থ মূল্য-নির্দ্ধারণের জন্য স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় জনৈক কুলকারিকা-রক্ষকের নিকট তাঁহার নিজ (কুলকারিকা-রক্ষকের) বংশাবলীর পরিচয় চান; কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই রক্ষক মহাশয় তাঁহার সম্যক্ পরিচয় দিতে পারেন নাই। ইহাতে শাস্ত্রী মহাশয় প্রশ্ন করেন যে, যাঁহারা পরের বংশাবলী যুগ যুগ ধরিয়া সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের নিজ বংশের প্রতি এ ঔদাসীন্য কেন? ইহাতে সেই রক্ষক মহাশয় উত্তর দেন যে, পরের পিতা-পিতামহের নাম কল্পনামূলক করিয়া দেওয়া যায়, কিন্তু নিজ বংশে যা' তা' নাম প্রয়োগ করা সেই বংশধরের পক্ষে অসম্ভব।

ব্যাকরণ বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হইয়া লণ্ডনের এবং লিস্‌বনের ছাপাখানায় মুদ্রিত হইয়া গেল; কিন্তু এদেশীয়গণ তখন মুদ্রাযন্ত্র অথবা মুদ্রিত পুস্তকের কোন আভাষও পাইল না। বঙ্গবাসীকে ইংরাজী শিক্ষা দানের জন্য ইংরাজগণ তখন মনঃসংযোগ করিবার

উইলিয়ম কেরী

সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই এবং চেষ্টাও করেন নাই। তাঁহারা আপন ব্যবসা-বাণিজ্য সংরক্ষণের নিমিত্ত প্রথমে ছুটাছুটি করিয়া দিন কাটাইলেন। তাহার পর ঘটনাচক্রে যখন রাজ্যলাভের একটু ক্ষীণ আলোক তাঁহাদের চক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল, তখন তাঁহাদের নিকট হইতে বাঙ্গালীর ইংরাজী শিক্ষার আশা আরও দূরে সরিয়া গেল।

বাঙ্গালী ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিবার প্রথম সুযোগ পাইল শ্রীরামপুরের খৃষ্টান ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারীদের নিকট হইতে। ইহার বহুপূর্ব্ব হইতে জেসুট প্রভৃতি মিশনারীরা খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে এদেশে আসিয়া-ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা আপনাপন প্রচারকার্য্য লইয়াই দিন কাটাইয়া গিয়াছেন। দিনেমার-অধিকারভুক্ত শ্রীরামপুরের পাদরী কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রমুখ মনীষিগণই আমাদিগকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার প্রথম এবং প্রধান উদ্যোক্তা। এদেশে থাকিয়া তাঁহারা নিজেরা এদেশীয় বিভিন্ন ভাষা যেরূপ যথেষ্টরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ প্রতীচ্যের অনেক কিছু তাঁহারা অকাতরে আমাদের দান করিয়া এইখানেই জীবন শেষ করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচার যদিও তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তথাপি এদেশবাসীর সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য তাঁহাদের যে আন্তরিকতা দেখা যাইত, তাহা খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারের অভিনব কৌশল বলিয়া মনে করা যায় না। বাঙ্গালা দেশকে তাঁহারা আপনার ভাবিয়া, তাহার সুখদুঃখকে যেরূপভাবে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা বিচার করিয়া দেখিলে মনে হয় যে, আমাদের উন্নতির পথে তাঁহাদের সাহচর্য্য সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত বা ধর্ম্মগত স্বার্থপ্রণোদিত নয়।

জন্ মার্শম্যান

ইহার জন্য তাঁহাদিগকে নিগ্রহ সহ্য করিতে হইয়াছে, দুর্দ্দশায় পতিত হইতে হইয়াছে, শেষে মিশন এবং আমাদের জন্য অর্থকষ্টে পতিত হইয়া মার্শম্যান সাহেবকে জীবন বিসর্জ্জনও দিতে হইয়াছে।

১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে দিনেমারগণ তাঁহাদের সনন্দ অনুযায়ী বার্ষিক ৩০,০০০ ত্রিশ হাজার টাকা খাজনা নবাব সরকারে আদায় দিয়া বঙ্গদেশে প্রথম ব্যবসা আরম্ভ করেন। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদিগকে চন্দননগরের সন্নিকটে ফরাসীদিগের আশ্রয়াধীনে দেখা যায়। তাহার পর ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবর তাঁহারা নবাবের পরওয়ানা অনুযায়ী শ্রীরামপুর ও আকনায় যাট বিঘা জমি অধিকার করিয়া তাঁহাদের নিজস্ব উপনিবেশ স্থাপন করেন। মধ্যে ইংরাজদিগের সহিত তাঁহাদের দুইবার মনোমালিন্য সংঘটিত হয়; কিন্তু তাহা আপোষে মিটিয়া যায়। শেষে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর নিরানব্বই বৎসর তিন দিন অধিকারের পর দিনেমারগণ ইংরাজের হস্তে শ্রীরামপুরকে দিয়া দেশে ফিরিয়া যান।

শ্রীরামপুরে দিনেমার-অধিকারের নিরানব্বই বৎসরের শেষ অর্দ্ধাংশ আমাদের ইংরাজী-শিক্ষার প্রথম যুগ। মিঃ টমাস নামক একজন ইংরাজ চিকিৎসক এদেশে আসিয়া কলিকাতায় এক মিশন স্থাপন করেন। পরে তিনি নীলকর সাহেব হইয়া মালদহে গমন করেন এবং সেখানকার নীলচাষীদিগের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারের চেষ্টা করেন। ইহাতে সুফল পাইয়া তিনি ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ফিরিয়া গিয়া সেখানে আপন সাফল্যের কথা বিবৃত করেন। মিঃ কেরী ইঁহার কথায় আকৃষ্ট হইয়া পর বৎসর এদেশে চলিয়া আসেন এবং খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর কৃষ্ণ পাল নামক জনৈক দেশীয় ব্যক্তিকে তিনিই সর্ব্বপ্রথম খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। শুনা যায়, এই দীক্ষা-কার্য্য কৃষ্ণ পালের অনুরোধে হিন্দুর আরাধ্য ভাগীরথীতটে পূত জাহ্নবীসলিলদ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল। ইহার পর মিঃ কেরী দিনাজপুর অঞ্চলে গমন করিলে ডাঃ মার্শম্যান ও মিঃ ওয়ার্ড আর দুইজন পাদরী * সমভিব্যাহারে আমেরিকান † জাহাজে চড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া পৌছান। এখান হইতে তাঁহারা কেরী সাহেবের সহিত মিলিত হইবার জন্য মালদহের উদ্দেশে যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিলে ইংরাজ কোম্পানী তাহাতে বাধা দিলেন। ইউরোপে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের তখন বিপুল বিক্রম। এদেশেও ইংরাজ ও ফরাসীতে খুটিনাটী লাগিয়াই আছে। মার্শম্যান ও ওয়ার্ড সাহেবকে ইংরাজগণ ফরাসীদের গুপ্তচর ভাবিয়া মালদহে যাইতে দিলেন না *। তাহার

উইলিয়ম ওয়ার্ড

পর অনেক ভাবিয়া ও চিন্তা করিয়া ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধ্যক্ষ তাঁহাদিগকে কলিকাতার অদূরে দিনেমার-উপনিবেশ শ্রীরামপুরে যাইয়া অপেক্ষা করিতে বলেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর রবিবার সকালে তাঁহারা শ্রীরামপুরে আসিয়া পৌছান। শ্রীরামপুরের দিনেমার গভর্ণর কর্ণেল বাই তাঁহাদের যথেষ্ট অভ্যর্থনা করেন। এখান হইতে তিনি পুনরায় মিঃ ওয়ার্ড ও মিঃ ব্রান্সডুরকে ইংরাজদিগের নিকট যাইয়া তাঁহাদের সৎ উদ্দেশ্যের কথা জানাইবার জন্য কলিকাতায় প্রেরণ করেন। তাহাতেও কোন ফলোদয় হইল না। দিনাজপুরে মুণ্ডনবাটীর নীলকুঠিতে বসিয়া মিঃ কেরী যখন মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রভৃতির আগমন ও দুর্দ্দশার সংবাদ পাইলেন, তখন তিনিও অনেক চেষ্টা করিয়া ইংরাজদিগের মন পাইলেন না।

* Grant ও Brunsdour.

† ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোন জাহাজে তাঁহাদিগকে উঠিতে দেওয়া হয় নাই।—Bengal as a field of Missions—Wylie.

* Cal. Review Vol. IV. 1845 p. 499.

তখন দিনেমার গভর্ণর শ্রীরামপুরেই তাঁহাদের মিশন প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ম অনুরোধ করিলেন এবং সেই কার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার জন্ম নিজেও প্রতিশ্রুত হইলেন।

ধর্ম্মযাজকদিগের সহিত ইংরাজদিগের এই অহিনকুল সম্বন্ধ একমাত্র রাজনৈতিক কারণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না। তখনকার ইংরাজ-সমাজ যে সকল কার্য্যে লিপ্ত থাকিতেন, তাহার সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ ছিল পরস্পর-বিরোধী। কোনরূপ ধর্ম্মের সংস্পর্শ তাঁহারা যেন সহ্য করিতে পারিতেন না। এমন কি ইংরাজ-অধিকারের মধ্যে যে কোন ধর্ম্মযাজককে দেখিতে পাইলে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ জাহাজে চালান করিয়া দিবার ব্যবস্থাও গভর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিলে ঘোষিত হইয়াছিল *। ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই সেই সময়ের ইংরাজ-সমাজের ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহার প্রকৃত কারণের সন্ধান পাইবেন। ইংরাজ-সমাজের ছোট-বড় কেহই এই পূতিগন্ধময় পাপের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। হেষ্টিংসের নৈতিক চরিত্র, ফ্রান্সিসের পাপ-প্রবৃত্তি, ম্যাডাম গ্রাণ্ডের উদ্দাম লালসা, পরস্ত্রী-ঘটিত ব্যভিচার, বারওয়েল-ক্লেভারিং ও হেষ্টিংস-ফ্রান্সিসের দ্বৈরথ-যুদ্ধ, এমন কি সুপ্রীম কাউন্সিলের সদস্যগণের মধ্যে পরস্পরের হত্যাপ্রচেষ্টা ও প্রধান বিচারপতি স্যার ইলাইজা ইম্পের নৃশংসতা, অন্যায়াচার ও পাপানুষ্ঠান প্রভৃতি সর্ব্বজনবিদিত কাহিনী ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মুসলমানগণ এদেশে ইসলামধর্ম্ম প্রচারে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিলেন, পর্ত্তুগীজগণ দস্যুবৃত্তি অবলম্বনের সহিতও অভ্রভেদী গীর্জ্জা তুলিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, ওলন্দাজগণ আপন ক্ষুদ্র উপনিবেশ সমূহের বিশিষ্ট স্থানে ইট-পাথরের উপাসনা-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া সহরের শোভা বর্দ্ধন করিতেন, খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারই মুখ্য উদ্দেশ্য উল্লেখ করিয়া স্পেনও আমেরিকা জয় করিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু ভারতে ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আপনাদের অধিকারের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্মযাজকদিগকে যে বাস করিতে দিতেন না, এবং দূর করিয়া দিবার জন্ম যে বিশেষরূপে চেষ্টা করিতেন, তাহার একমাত্র কারণ — তৎকালীন ইংরাজ-সমাজের ধর্ম্মবিগর্হিত নৈতিক অবস্থা। ধর্ম্মযাজকরা যে পাপের প্রতিবাদ করিবেন, — ইহা তখনকার স্বেচ্ছাচারী ইংরাজদিগের সহ্য হইত না। *

কয়েক সপ্তাহ পরে কেরীসাহেব শ্রীরামপুরে আসিয়া উপস্থিত হন এবং মার্শম্যানপ্রমুখ মিশনারীদের সহযোগে বিখ্যাত 'শ্রীরামপুর মিশন' প্রতিষ্ঠা করেন। সম্যক্‌রূপে মিশন-পরিচালনার জন্ম প্রথমে তাঁহাদিগের এতদ্দেশীয় জ্ঞান ও ভাষাশিক্ষার প্রয়োজন হইল। তাঁহারা হিন্দু-পণ্ডিত রাখিলেন, মৌলভী নিযুক্ত করিলেন এবং আরও শিক্ষিত বিভিন্ন ভাষা-ভাষীদের নিকট হইতে নানাবিধ ভাষা শিক্ষা করিয়া সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দুস্থানী, পারসিক, মহারাষ্ট্রীয়, গুজরাটী, উড়িয়া, কর্ণাটী, তেলিঙ্গা, বর্ম্মী, আসামী, ভূটানী, মালদ্বী, তিব্বতী এবং চীনভাষায় বাইবেল অনুবাদ আরম্ভ করিয়া দিলেন। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করা যদিও তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তথাপি এতগুলি ভাষা আয়ত্ত করিবার সময় বিভিন্ন দেশীয় লোক ও সমাজের সংস্পর্শের প্রভাব তাঁহাদিগকে কেবলমাত্র প্রচারকের আবেষ্টনীর মধ্যে আটক করিয়া রাখিতে পারিল না। আপনাদিগের উদ্দেশ্য যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া এই দেশ ও জাতির কল্যাণ-কামনা তাঁহাদের মনোমধ্যে ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল। ইঁহাদের পূর্ব্বে ও সমকালে হালহেড, মে প্রভৃতি সাহেবেরা এতদ্দেশে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা তত কার্য্যকরী হয় নাই। বৈষ্ণব-সাহিত্য সৃষ্ট হইয়া বাঙ্গালা পদ্য-সাহিত্য যেরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, মিশনারীদের প্রচেষ্টায় এই সময় বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যও সেইরূপ উন্নত হইবার প্রথম পথ খুঁজিয়া পাইয়াছিল। 'মৃত্যুঞ্জয়ী' অথবা 'শ্রীরামপুরী' বাংলা বলিয়া আমরা সেই সময়ের গদ্য-সাহিত্যকে ঘৃণার চক্ষে দেখিলেও

* Bengal as a field of Missions (1854) p. 169

* সাহিত্য—১৫শ বর্ষ, ৭৫০ পৃঃ

ইহার প্রথম প্রচার ও প্রচলনের অধিকাংশ সম্মান সেই সকল মিশনারীদেরই প্রাপ্য। এদেশবাসীকে পাশ্চাত্য শিক্ষা দান করিবার আগ্রহ যদি একমাত্র খৃষ্ট-ধর্ম্মপ্রচারোদ্দেশ্যেই হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের অনূদিত বঙ্গভাষায় খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকসমূহই সে কার্য্য সাধন করিতে পারিত। কিন্তু সে উদ্দেশ্য তাঁহাদের ছিল না। এদেশীয় সমাজ ও আচার-বিচারের সহিত তাঁহারা ক্রমে ক্রমে এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে জড়িত হইয়া পড়িতেছিলেন যে, ওয়ার্ডসাহেবের সহিত মেরী ফাউনটেন নাম্নী এক শ্বেতমহিলার বিবাহের চুক্তিপত্র কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হওয়া সত্বেও ছয় জন বাঙ্গালীকেও স্বাক্ষর করিতে হইয়াছিল। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে,—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, পীতাম্বর সিংহ, কমলাকান্ত শর্ম্মা, পীতাম্বর মিত্র, রমাকান্ত ও শ্যামাদাস।

ছাত্রদিগের পাঠ্য-পুস্তক মুদ্রণ সম্ভবপর হয় নাই। তখন কেরীসাহেব পুঁথির আকারে স্বহস্তে পুস্তকাদি লিখিয়া প্রাথমিক শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। ঐরূপ পুঁথির আকারে হস্তলিখিত একখণ্ড ইংরাজী ওয়ার্ড-বুকের সন্ধান আমি শ্রীরামপুরে পাইয়াছি এবং তাহার একখানি ফটোগ্রাফও তুলিয়া আনিয়াছি *। এই পুঁথির ইংরাজী শব্দ এবং তাহার বঙ্গার্থ সমস্তই বঙ্গাক্ষরে লিখিত। ইংরাজী-অক্ষরজ্ঞানহীন বঙ্গবাসীকে সেই বঙ্গভাষায় লিখিত পুঁথিই ইংরাজী শিক্ষার প্রথম পথ দেখাইল। ঐ পুঁথির মূল্য তখন ছিল পাঁচ (সিক্কা) টাকা। কিছুদিন এই ভাবে কাটিবার পর মিশনারীদের মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইলে ও স্কুলের ছাত্রসংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়ায় পাঠ্য-পুস্তকাদি মুদ্রণ আরম্ভ হইল। এইরূপে ক্রমে সেই সকল মুদ্রাযন্ত্রের

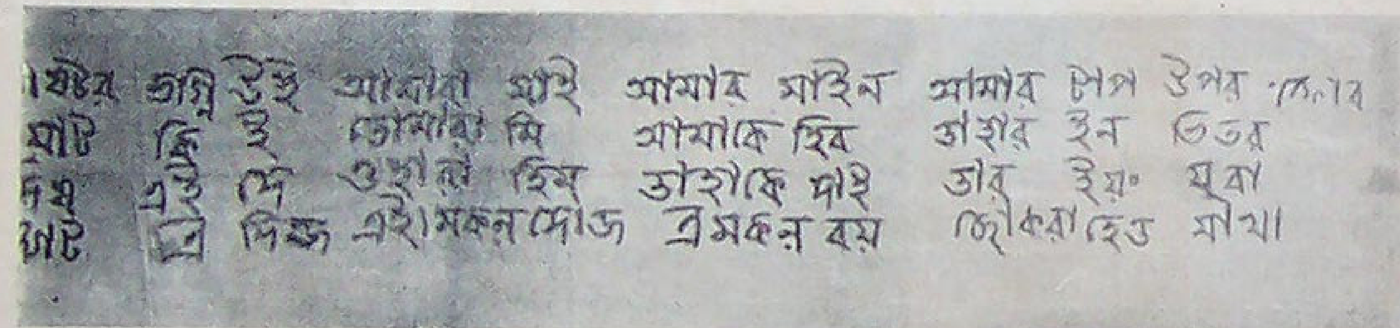

কেরীর হস্তলিপিত ওয়ার্ডবুক

এই হস্তলিখিত চুক্তিপত্র এখনও শ্রীরামপুর কলেজে রক্ষিত হইতেছে।

১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুরে কেরীসাহেব এক স্কুল খুলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় নাই। তাহার পর তিনি সহকর্ম্মীদের সহযোগে ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ১লা মে শ্রীরামপুরে প্রথম স্কুল খোলেন। ছেলেরা বিধর্ম্মী হইয়া যাইবে এই ভয়ে প্রথমে অনেকে আপনাপন পুত্রগণকে সেই বিদ্যালয়ে পাঠাইতে সাহসী হইতেন না। পরে স্কুলের যথাযথ পরিচয় ও গুণাবলীর কথা প্রচারিত হইতে আরম্ভ করিলে ক্রমে ছাত্রদিগের স্থান সঙ্কুলান হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। স্কুল প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যে ইংরাজী অঙ্ক, হিসাব-নিকাশ, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতির প্রচার ছাত্রদিগের মধ্যে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে থাকে। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শ্রীরামপুরের মিশনারীরা কলিকাতার ত্রিশ মাইলের মধ্যে এইরূপ একশত পনেরোটী ইংরাজী বিদ্যালয় গড়িয়া তুলিলেন এবং সেই সকল বিদ্যালয়ে প্রায় দশ হাজার ছাত্র নিত্য ইংরাজী ও অন্যান্য ভাষা শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইল। শ্রীরামপুরে বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার সময় তাহার এক বিজ্ঞাপনে জানা যায় যে, সেই বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে

* শ্রীরামপুরের শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর অনুগ্রহে এই পুঁথির ফটো লইতে সমর্থ হইয়াছি — লেখক

বোর্ডিং-এ বসবাস, কাপড় ধোলাই, পড়া, লেখা, গণিত-শিক্ষা, হিসাব-শিক্ষা, এবং ভুগোল প্রভৃতি শিক্ষার জন্য মাসিক ত্রিশ (সিক্কা) টাকা বেতন দিতে হইত। এতদ্ভিন্ন লাটীন্, গ্রীক, হিব্রু, পারসী অথবা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে অতিরিক্ত পাচ (সিক্কা) টাকা লাগিত। বিশুদ্ধরূপে ইংরাজী শব্দ উচ্চারণ করাইবার জন্য এই সকল বিদ্যালয়ে বিশেষ যত্ন লওয়া হইত। *

ইহার পর মিশনের চেষ্টায় ডাঃ কেরী এবং তাঁহার সহকর্ম্মিগণ উচ্চস্তরের শিক্ষার নিমিত্ত শ্রীরামপুরে প্রথম কলেজ ও ইউনিভারসিটি গড়িলেন, ছাপাখানার সাহায্যে প্রথম দেশীয় সংবাদপত্র প্রচার করিলেন, বিভিন্ন ভাষার অক্ষরের ছাঁচ তৈয়ার করাইয়া বিভিন্ন ভাষার বিখ্যাত গ্রন্থসমূহের মুদ্রণ আরম্ভ করিলেন, বাষ্পীয় পেষণ-যন্ত্র স্থাপন করিয়া তদ্দ্বারা কাগজ প্রস্তুত প্রভৃতি অনেকানেক উন্নতিমূলক সৎকার্য্য করিলেন। মধ্যে ১৮১২ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ্চ আগুন লাগিয়া তাঁহাদের ছাপাখানার অধিকাংশ সরঞ্জাম ভস্মীভূত হইয়া যায়। কেবলমাত্র বারোটি মুদ্রাযন্ত্র এই অগ্নির কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিল †। এদেশীয় প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ ও সেই সকলের নকল প্রস্তুত করা মিশনারীদের আর এক মহান্ কীর্ত্তি। ইহার কতকগুলি তাঁহারা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন এবং কতকগুলি এখনও হস্তলিখিত অবস্থায় শ্রীরামপুর কলেজে পড়িয়া রহিয়াছে। এই সকল নকলের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে আমরা হয়ত আমাদের অনেক প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সন্ধান পাইতে পারি। ইহার মধ্যে সংস্কৃত ব্রহ্মপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, সংস্কৃত-অভিধান প্রভৃতি অনেকগুলি হস্তলিখিত গ্রন্থ আমি দেখিয়াছি। সংস্কৃত-অভিধানখানি হরিদ্রাবর্ণের মোটা কাগজে লিখিত বৃহদাকারে পাচ খণ্ডে সমাপ্ত এক বিরাট্ গ্রন্থ। ইংরাজী-শিক্ষাদানের প্রথম যুগের পুরোহিত ডাঃ উইলিয়ম কেরী ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ ত্রিশ বৎসরেরও অধিককাল এইভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমের পর শ্রীরামপুরেই তাঁহাদের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ছাত্রদিগের শারীরিক উন্নতির জন্য তাহাদিগের মধ্যে ব্যায়াম-প্রচলন প্রভৃতি বহুবিধ সৎকর্ম্মের দ্বারা যুগান্তের পর বাঙ্গালীকে আবার মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিবার ভার তখন যেন তাঁহাদের উপরই ন্যস্ত হইয়াছিল। এমন কি দরিদ্র বালকদিগের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা দিবার মানসে তাহাদের মলিন বস্ত্র সাজিমাটিদ্বারা স্বহস্তে ধৌত করিয়া দিতেও তাঁহারা কখন কুণ্ঠিত হইতেন না। এইরূপে এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের ভিত্তি স্থাপন করিয়া ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে প্রথমে ওয়ার্ডসাহেব, ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে কেরীসাহেব এবং সর্ব্বশেষ ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে মার্শম্যান সাহেব আপনাদিগের কর্ম্মভূমিতেই দেহরক্ষা করেন। *

* Selections from Calcutta Gazette, Vol. III p. 544

† Selections from Cal. Gazette, Vol. IV. p. 265

* ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল তালতলা সাহিত্য সম্মিলনের ইতিহাস-বিভাগে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ (রায় বাহাদুর) মহাশয়ের সভাপতিত্বে পঠিত।—শ্রীঅনিলকুমার দে, অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক